গল্পগুচ্ছ / অপরিচিতা ✓

২২। গল্পকথকের নাম কি ?
— অনুপম।

২৩। গহনা দেখে স্যাকরা কি মন্তব্য করেছিল ?
— স্যাকরা জানিয়েছিল যে, সমস্ত সোনার গহনাই খাদহীন। বিবাহের সময় এই ধরনের গহনা আর ব্যবহার হয় না।

২৪। কি করে বোঝা গেল গহনাগুলি খাদহীন ?
— স্যাকরা একটি বালায় চাপ দিয়ে দেখিয়েছিল যে সেটি সহজেই বেঁকে যাচ্ছে। নিখাদ সোনা নরম। খাদ দিয়ে সোনাকে শক্ত করা হয়।

২৫। শম্ভুনাথ কোন গহনাটি নিজে স্যাকরাকে পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন এবং কেন ?
— শম্ভুনাথবাবু একটি এয়ারিং নতুন স্যাকরাকে দিয়েছিলেন পরীক্ষা করতে। স্যাকরা জানিয়েছিল, সেটি বিলাতি জিনিস, সোনা সামান্যই আছে। আসলে এই এয়ারিংটি দিয়েই গল্পকথকের মামা কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। অর্থাৎ সততাহীনতায় যে মামাটি প্রতারক, সেটাই প্রমাণ করেছিলেন শম্ভুনাথবাবু।

২৬। 'মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল,' — কেন ?
— তাঁর দেওয়া আশীর্বাদী এয়ারিংটি যে মূল্যবান নয়, সেটি তাঁরই স্যাকরার হাতে প্রমাণ হওয়ায় অপমানে মামাটি লাল হয়ে উঠেছিলেন।

২৭। বিবাহের পূর্বেই বর এবং সমস্ত বরযাত্রীকে খেয়ে নিতে অনুরোধ শম্ভুনাথবাবু কেন করেছিলেন ?
— শম্ভুনাথবাবু স্থির করেছিলেন, যে পাত্রপক্ষ মনে করে কন্যার পিতা কন্যার গহনা চুরি করতে পারে, তাদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন না। তাই তাদের আপ্যায়ন পর্ব শেষ করে বিবাহ বাতিল করে বিদায় করতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাই প্রকাশ পেয়েছে।